জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

১ম বর্ষ ❖ ৪র্থ সংখ্যা ❖ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস-২০০৯ উদ্‌যাপিত

২০ অক্টোবর, ২০০৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর মোঃ জিল্লুর রহমান ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস-২০০৯' উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ। এছাড়া শিক্ষা সচিব জনাব সৈয়দ আতাউর রহমান, সংসদ সদস্য জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খাঁন দিপু ও জনাব নজরুল ইসলাম বাবু, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর, চিত্রনায়ক প্রবীরমিত্র প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস-২০০৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট ডান দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান, উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ জিল্লুর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম

মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই প্রথমবারের মতো আয়োজিত 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নবীন হলেও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই বিদ্যায়তনের রয়েছে এক বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য। 'তিনি বলেন, "একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা 'ভিশন ২০২১'** ঘোষণা করেছেন। এ 'ভিশন' বাস্তবায়নে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।" তিনি বলেন, "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থী ও গবেষকরা তাঁদের মেধা ও মননের সমন্বয় ঘটিয়ে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস। তিনি আরো বলেন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ সমস্যার কথা আমাকে জানানো হয়েছে। আমি আশা করি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসবে। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে আপনারা ইতোমধ্যেই দশ বছর মেয়াদি একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আমি আশা করি, বর্তমান সরকার তার শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির আলোকে আপনাদের এসব প্রস্তাব ও পরিকল্পনাকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে আমার সর্বাত্মক সহযোগিতা থাকবে।"

বিশেষ অতিথির ভাষণে অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ বলেন, "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ সমস্যার কথা আমরা জ্ঞাত আছি। সে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

গত ৪ অক্টোবর, ২০০৯ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে নয় সদস্যের প্রতিনিধিদল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ জিল্লুর রহমানের সাথে বঙ্গভবনে এক সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান কার্যক্রমসহ বিদ্যমান সমস্যাদি রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রপতি প্রতিনিধিদলের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সভাপতির ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের জন্য আজ আনন্দের দিন। বিশ্ববিদ্যালয় চার বছর পেরিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি আজ পঞ্চম বছরে পা রাখতে যাচ্ছে।" তিনি আরো বলেন, "ছাত্রসংখ্যার দিক থেকে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং সবচেয়ে শিক্ষার্থীঘন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা হল স্থান সঙ্কুলানের। মাত্র ১১ একর জমির ওপর প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী, ৪০০

শিক্ষক-শিক্ষিকা, ৩০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ২৮টি বিভাগ নিয়ে চালু এ-রকম বিশাল একটি প্রতিষ্ঠানে, প্রকৃত জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার উন্নততর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি তো দূরের কথা, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখাই অত্যন্ত কঠিন। এ অবস্থায় আপনারা শুনে নিশ্চয় খুশি হবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম বিস্তারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দশ বছর মেয়াদি একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যার আওতায় বুড়িগঙ্গা নদীর পশ্চিম পাড়ে দ্বিতীয় একটি ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের কাছ থেকে ১০০ একর জমি বরাদ্দ পাওয়ার চেষ্টা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী কারো জন্যই ক্যাম্পাস সংলগ্ন বা ক্যাম্পাসের বাইরে কোথাও কোন আবাসিক সংস্থান নেই। অনেক দূরদূরান্তে থেকে বহু কষ্টে ছেলেমেয়েদের এবং শিক্ষকদের এখানে এসে ক্লাশ করতে ও নিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হয়ে যাওয়া ১২টি হল পুনরুদ্ধার করা গেলে অন্তত ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার কিছুটা সুরাহা হত। এ ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপে বা যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। সর্বোপরি যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৫-এর ২৭ (৪) এবং ৩৬ (৪) ধারা দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বজনীন ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বর্তমান সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতিরও তা পরিপন্থী। এ ধারা দুটো সংশোধনের জন্যেও একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যাপারে আমরা আমাদের চ্যান্সেলর ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা উপদেষ্টা, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, শিক্ষা সচিব মহোদয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি কামনা করি।"

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম। এ সময় সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালীতে আমন্ত্রিত গুণীজনরাও অংশ গ্রহণ করেন।

এরপর গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু অতীতের ছাত্র জীবনের রাজনীতির স্মৃতিচারণ করেন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। জ্ঞানী-গুণীজনেরা অতীতের ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। সব মিলিয়ে এ যেন ছিল এক মহামিলন মেলা। এ সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব কামরুল হাসান রিপন এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব গাজী আবু সাঈদ উপস্থিত ছিলেন।

গুণীজন সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে জনাব কাজী ফিরোজ রশিদ, এ্যাডভোকেট কে. এম. সাইফুদ্দীন আহমেদ, জনাব ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন (সংসদ সদস্য), জনাব নূর-এ-আলম সিদ্দিকী, খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ, ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোতাহার হোসেন সুফী, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সাহিত্য শাখায় কর্মরত জনাব দেওয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ, জনাব হায়াৎ মাহমুদ, জনাব আল-মুজাহিদী, অধ্যাপক আ. ফ. ম. খোদাদাদ খান, প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা জনাব প্রবীর মিত্র, কণ্ঠশিল্পী সৈয়দ হায়দার হোসেন, কিরণ চন্দ্র রায়, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গুণীজন সংবর্ধনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান, স্মৃতিচারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিবেশনায় কনসার্ট পরিবেশিত হয়। কনসার্টে সৈয়দ হায়দার হোসেন, ফকির আলমগীর, কিরণ চন্দ্র রায় ও ওয়ারফেজ ব্যান্ডের শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর গান পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন।

২০ অক্টোবর, ০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কয়েকটি খণ্ডচিত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৪ ডিসেম্বর, ২০০৯ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধে এবং রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর, ডিনগণ, রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান, প্রক্টর জনাব কাজী আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রক্টর, বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী-কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৬ ডিসেম্বর, ২০০৯ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পতাকা উত্তোলন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। সকাল ৮:০০টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ধানমন্ডি ৩২নং সড়কে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। এরপর, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন।

এসময় মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর, ডীনগণ, রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান, প্রক্টর জনাব কাজী আসাদুজ্জামান, ছাত্র-কল্যাণ পরিচালক এস এম আনোয়ারা বেগম, বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ, সহকারী প্রক্টরগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী-কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনসমূহে আলোক সজ্জাসহ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের গান প্রচার করা হয়।

সেমিনার/ওয়ার্কসপ/মাঠ সমীক্ষা

বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস উদ্‌যাপিত

৪ নভেম্বর, ২০০৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে '১ম বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস' উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম. আর. খান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম. আর খান নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণ, উৎসর্গ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেন। তিনি আশা করেন, নিউমোনিয়া রোগের টিকা অতি শীঘ্রই আমাদের দেশে সহজলভ্য হবে। এ বিষয়ে তিনি সরকারের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করেন।

মূখ্য আলোচক হিসেবে ঢাকা শিশু হাসপাতালের চাইল্ড হেল্থ রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ সমীর কুমার সাহা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহ্উদ্দিন আহমেদ।

সেমিনারে নিউমোনিয়া অ্যাওয়ার্নেস কাউন্সিল অব এক্সপার্টস (পিএসিই) এবং চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন (সিএইচআরএফ)-এর সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও সেমিনারে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান, ছাত্র-কল্যাণ পরিচালক জনাব এস. এম. আনোয়ারা বেগম, মেডিকেল অফিসার ডাঃ মিয়া মমতাজ দৌলত আলম সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সেমিনারটি পরিচালনা করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী মেডিকেল অফিসার ডাঃ অমিতাভ সাহা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের ডীন, প্রক্টর, বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ এবং শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী-কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ওয়ার্কসপ

১৬ নভেম্বর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষ ১ম সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে Contemporary Political Ideologies-এর উপর একটি ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কসপ পরিচালনা করেন কোর্স শিক্ষক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী। ওয়ার্কসপে 'রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা', 'পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র', 'জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র', 'তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন' ও 'নারীবাদ' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিভাগীয় শিক্ষার্থী সোলায়মান কাওসার প্রিন্স, সমরেশ বিশ্বাস, আবদুল আলীম, জেসমিন সুলতানা, রোকেয়া খাতুন, মোঃ মশিউর রহমান, আলাউদ্দিন সোহেল, মোহসেনুল মান্না এবং সোলায়মান হোসেন প্রমুখ। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের Contemporary Political Ideologies কোর্সটি এ বছরই প্রথম চালু হয় এবং ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীগণই প্রথম এই কোর্সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে।

আইলা দুর্গত এলাকায় মাঠ সমীক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্বের Disaster Management কোর্সের ছাত্র/ছাত্রীগণ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার আইলা দূর্গত (গাবুরা ইউনিয়ন) এলাকায় Post Disaster Recover-এর উপর এক সমীক্ষা পরিচালনা করে। গত ২২-২৫ ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত উক্ত সমীক্ষায় কোর্সের ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। সমীক্ষা দলের নেতৃত্ব দেন কোর্স শিক্ষক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান। সহযোগিতায় ছিলেন বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের। উল্লেখ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কোর্সটি নতুন চালু হয়েছে।

দেশ-বিদেশে সেমিনার/ওয়ার্কসপ/কোর্স/সম্মেলন/প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ

ড. কামরুল আলম খান

৭ অক্টোবর জাতীয় বিজ্ঞান যাদুঘরে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর 'International Seminar on Science Education' আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থপতি জনাব ইয়াফেস ওসমান। সেমিনারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোঃ কামরুল আলম খান কর্তৃক উদ্ভাবিত পাথরকুচি পাতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিমন্ত্রী পাথরকুচি পাতা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের সাহায্যে ফ্যান, লাইট, টেলিভিশন চালানো উপভোগ করেন এবং বড় আকারে PKL Power Plant স্থাপন করার সম্ভাব্যতা বিষয়ে আলোচনা করেন।

পরবর্তীতে, ২৯ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর 'An International Exhibition and Conference on Renewable Energy' আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোঃ কামরুল আলম খান কর্তৃক উদ্ভাবিত পাথরকুচি পাতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে পাথরকুচি পাতা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের সাহায্যে ফ্যান, লাইট, টেলিভিশন চালানো উপভোগ করেন এবং বড় আকারে PKL Power Plant স্থাপন করার সম্ভাব্যতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান Comprehensive Disaster Mangement Programme (CDMP) কর্তৃক আয়োজিত Disaster Management শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী Training on Trainers (TOT) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। বগুড়ার Rural Development Academy (RDA)-তে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে (১৫-১৯ নভেম্বর, ২০০৯) বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

জনাব মুহাম্মদ আকরাম উজ্জামান

বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জনাব মুহাম্মদ আকরাম উজ্জামান ২৫ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Clinical Psychology কর্তৃক আয়োজিত 'Role of Family Members on Child Psychological Development' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পরে, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে তিনি Bangladesh Academy of Science কর্তৃক আয়োজিত Young Scientist Congress-২০০৯-এ অংশগ্রহণ করেন।

জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের প্রভাষক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের Comprehensive Disaster Mangement Programme (CDMP) কর্তৃক আয়োজিত Training on Trainers (TOT) শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী (১৫-১৯, নভেম্বর ২০০৯) প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। বগুড়ার Rural Development Academy (RDA)-তে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ২৯-৩০ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে তিনি Bangladesh Academy of Sciences কর্তৃক আয়োজিত Young Scientists Congress-২০০৯ এ অংশগ্রহণ করেন এবং 'Impact of Cyclone AILA in the Southwestern Coastal Zone of Bangladesh' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অধ্যাপক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক তাঁর লেখক নাম শান্তনু কায়সার হিসেবে ১৭ ও ১৮ নভেম্বর আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত 'সমসাময়িক বাংলা আখ্যানঃ ভাষার অস্তিত্ব, অস্তিত্বের ভাষা' শীর্ষক আলোচনাচক্রে যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তপোধীর ভট্টাচার্য সেমিনারের উদ্বোধন করেন। শান্তনু কায়সার অধিবেশনে 'বাংলাদেশের সাহিত্যের অর্জন' বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েন। নিম্নবর্গের চেতনা-বিষয়ক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

এস. এম. মামুস বিল্লাহ ও শফিকুর রহমান খান

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এস. এম. মাসুম বিল্লাহ এবং প্রভাষক শফিকুর রহমান খান ১০ থেকে ২১ ডিসেম্বর, ২০০৯ মানিকগঞ্জ এর প্রশিকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার আইন বিষয়ক দু'সপ্তাহব্যাপী "দশম হিউম্যান রাইটস সামার স্কুল"-এ আবাসিক প্রশিক্ষক ও রিসোর্স পারসন হিসেবে যোগ দেন। উক্ত কর্মসূচীতে বাংলাদেশ, নেপাল, ইরান ও কানাডার ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৫৪জন আইনের ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। জনাব মাসুম বিল্লাহ 'The International Crimes (Tribunal) Act ১৯৭৩ and The ICC Statute'-এর উপর একটি প্রবন্ধ উপস্থপান করেন এবং জনাব শফিকুর রহমান খান 'International Bill of Human Rights' এবং 'Migration Discourse'-এর উপর দুটো সেশন পরিচালনা করেন।

ড. অরুণ কুমার গোস্বামী

২২ ডিসেম্বর, ২০০৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ কনফারেন্স হলে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ' কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় "মুক্তিযুদ্ধে বিজয় ঃ প্রেক্ষিত আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন আইন প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ একান্ত সহকারী জনাব আব্দুস সোবহান গোলাপ। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর,

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাঃ আলী নূর, ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক জনাব আবদুস সালাম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক মোঃ মাহমুদুর রহমান প্রমুখ।

নিয়োগ প্রদান

ডিন নিয়োগ

কলা অনুষদ

গত ১৯ নভেম্বর এক আদেশের মাধ্যমে কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ লুৎফর রহমান-এর স্থলে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুন নাহার-কে দুই বছরের জন্য কলা অনুষদের ডীন হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

বিজ্ঞান অনুষদ

গত ১৯ নভেম্বর এক আদেশের মাধ্যমে বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম-কে দুই বছরের জন্য বিজ্ঞান অনুষদের ডীন হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

চেয়ারম্যান নিয়োগ

নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ

গত ২ নভেম্বর এক আদেশের মাধ্যমে নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব সানজিদা ফারহানা-কে তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

আইন বিভাগ

গত ২ নভেম্বর এক আদেশের মাধ্যমে আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. সরকার আলী আক্কাস-কে তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

গত ২ নভেম্বর এক আদেশের মাধ্যমে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. হেলেনা ফেরদৌসী-কে তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

ফার্মেসী বিভাগ

গত ২ নভেম্বর এক আদেশের মাধ্যমে রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সৈয়দ আলম-কে ফার্মেসী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে

কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

গত ২ নভেম্বর এক আদেশের মাধ্যমে গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস-কে কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

মার্কেটিং বিভাগ

গত ২০ ডিসেম্বর এক আদেশের মাধ্যমে মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ-কে তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

পরিচালক (প ও উ) পদে যোগদান

প্রকৌশলী ড. মোঃ জাহিদ হোসেন খান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (চুক্তিভিত্তিক) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পদে ৭ অক্টোবর যোগদান করেন। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত ছিলেন।

নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগদান

প্রকৌশলী সুকুমার চন্দ্র সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ১২ নভেম্বর যোগদান করেন। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা

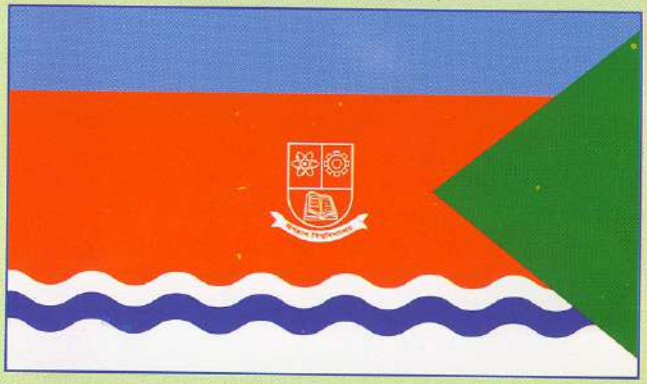

১৪ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ২৭তম সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অনুমোদিত হয়।

গবেষণা প্রকল্পে অনুদান প্রাপ্তি

মনোবিজ্ঞান বিভাগ

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২টি গবেষণা প্রকল্পে অনুদান লাভ করে। 'Source Identification of Environmental of Noise in Relation with the Psycho-Physical Health of Dhaka City' প্রকল্পের পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. কাজী সাইফুদ্দীন এবং 'Psychological Poverty Among the Daily Wage Labours of Bangladesh' প্রকল্পের পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. অশোক কুমার সাহা।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম 'Food, Feeding, Behavior, Environmental Management and Captive Breeding of Red Junglefowl, Gallus gallus in Bangladesh' বিষয়ের উপর গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে (তিন লক্ষ টাকার) বিশেষ অনুদান লাভ করেন। উক্ত গবেষণা কর্মের সহযোগী গবেষক হলেন জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান ও জনাব মোঃ সাইদুর রহমান।

সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

২১ নভেম্বর, ২০০৯ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির উদ্যোগে প্রথম আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাংসদ জনাব রাশেদ খান মেনন**। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর, পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) এস এম আনোয়ারা বেগম ও **অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক ব্যারিস্টার জাকির আহমেদ**।

রাশেদ খান মেনন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ২৭ (৪) ধারা তুলে দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার আশ্বাস প্রদান করেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও আবাসনের জন্য ভূমি প্রদানসহ যানবাহনের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তিনি আশ্বাস প্রদান করেন। স্বাধীনতা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনসহ সকল প্রকার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সাবেক এই জগন্নাথ কলেজ থেকে বলে তিনি মন্তব্য করে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এই প্রতিষ্ঠানকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ আইন সংশোধন, হল নির্মাণ, যানবাহনসহ সকল প্রকার সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় সাংসদ রাশেদ খান মেননের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যুক্তিতর্ক ও মননশীল কর্মকাণ্ডে ডিবেটিং সোসাইটিকে আরো অগ্রগতির জন্য বিশেষ আহ্বান জানান তিনি। ট্রেজারার বলেন, "ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার দিক থেকে ২য় বিশ্ববিদ্যালয় হয়েও বাজেটের দিক থেকে ২৫তম ও আয়তনের দিক থেকে সবার নিম্নে অবস্থান করছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। এভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালানো আসলেই কঠিন। পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) এস এম আনোয়ারা বেগম বলেন, আইনি তর্কের মধ্যেমেই বিচারকগণ বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। তাই যুক্তিতর্কের মাধ্যমেই সকল প্রকার মুক্তি সম্ভব।

অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক ব্যারিস্টার জাকির আহমদ ভবিষ্যতে ডিবেটিং সোসাইটির সকল কর্মসূচী অগ্রণী ব্যাংক স্পন্সর করবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা বিভাগের প্রভাষক ফিরোজ আল ফেরদৌস, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব কামরুল হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব গাজী আবু সাঈদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনগণ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ এবং শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী-কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

১৩ ডিসেম্বর, ২০০৯ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য মিজানুর রহমান খান দিপু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সোনালী ব্যাংকের পরিচালক সুভাষ সিংহ রায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর। প্রতিযোগিতা শেষে চ্যাম্পিয়ান ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং কাব এবং রানার্স আপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটিকে পুরস্কার ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

শ্রী হরিচাঁদ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত

৯ ডিসেম্বর, ২০০৯ শ্রী হরিচাঁদ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ৪র্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। শোভাযাত্রা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এক প্রার্থনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পাল, ড. আরুণ কুমার গোস্বামী, ড. অশোক কুমার সাহা, জনাব রসময় কীর্ত্তনিয়া, জনাব দেবাশীষ বিশ্বাস, জনাব সুব্রত ঠাকুর, জনাব শান্তি রঞ্জন সরকার, জনাব সুজিৎ বিশ্বাস, জনাব মিঠুন বিশ্বাস এবং জনাব হারান বালা প্রমুখ।

বিশ্ববদ্যািলয়ে প্রথম আন্তঃবিভাগ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

১০ ডিসেম্বর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আয়োজনে ১ম আন্তঃবিভাগ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর এবং ছাত্র-কল্যাণ পরিচালক জনাব এস. এম. আনোয়ারা বেগম।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপদেষ্টা সমন্বয়ক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব এস. এম. ওয়াহিদুজ্জামান, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব হোসনে আরা বেগম ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জনাব শৈবাল দত্ত।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুরাইয়া আক্তার (রীমা)। সঙ্গীত, একক অভিনয়, নৃত্য ও আবৃত্তি এই ৪টি বিষয়ে ২০টি বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র সুমন আহমেদ একক অভিনয়ে, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের লাবনী রানী আবৃত্তিতে, গণিত বিভাগের রিপন কুমার রায় লোক সঙ্গীতে, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শারমিন আক্তার দেশাত্মবোধক গানে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শারমিন আক্তার সুমা নজরুল সঙ্গীতে, ইংরেজী বিভাগের রহিমা আক্তার তানিয়া রবীন্দ্র সঙ্গীতে এবং অর্থনীতি বিভাগের টুম্পা দাস আধুনিক সঙ্গীতে ১ম হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চার রোভারের পদযাত্রা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউটের চার রোভার মামুন খান, মনিরুল হাসান তুষার, রাসেল আহম্মেদ ও মনিরুজ্জামান একটি সুন্দর দেশ গড়ার লক্ষ্যে শ্রীমঙ্গল থেকে জাফলং ১৬১ কিলোমিটার পথ পায়ে হাঁটার ভ্রমণ কর্মসূচী শেষ করে। এ লক্ষ্যে ২৫ অক্টোবর তারা শ্রীমঙ্গল থেকে যাত্রা শুরু করে। বিভিন্ন বিষয়ে দেশের মানুষকে সচেতন করতেই তারা ছুটে গেছেন সিলেট জেলার নানাপ্রান্তে। তারা সব শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন সমাজ সচেতনামূলক বিভিন্ন স্লোগান। প্রত্যেকেই তাদের পোশাকে এসিড সন্ত্রাস দমন করুন, দুর্নীতি দারিদ্র বাড়ায়, শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন করুন, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ুন-এসব সমাজ সচেতনামূলক স্লোগান নিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৩৩-৩৪ কিলোমিটার পথ হেঁটেছেন। তাদের অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এ রকম সমাজসেবামূলক কাজে এগিয়ে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভ্রমণকারী এ দলটি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কাছ থেকেও ব্যাপক সাড়া পেয়েছে।

বিভাগ পরিচিতি

বিভাগের নাম: ইংরেজী বিভাগ
প্রতিষ্ঠা কাল: ৭ই জুলাই, ১৯৩৬
বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা: প্রায় ১২০০ জন
বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা: ২ জন অধ্যাপক, ৩ জন সহযোগী অধ্যাপক, ৬ জন সহকারী অধ্যাপক ও ৮ জন প্রভাষক।

বর্তমান কর্মচারীর সংখ্যা: অফিস সেক্রেটারী কাম কম্পিউটার অপারেটর-০১ জন, সেমিনার সহকারী- ০১ জন, অফিস সহকারী- ০১ জন, ডেসপাচ রাইটার- ০১ জন ও এম. এল. এস. এস.-০১ জন।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের একটি সোনালী ও উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। এটি তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের সকল পুরনো বিভাগ সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি। এ বিভাগ লালন করেছে ডঃ জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, প্রফেসর ডিসি রায়, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে।

১৯৬৮ সালের ১ আগস্ট সরকার কর্তৃক জগন্নাথ কলেজ 'প্রাদেশিকীকরণ' করা হয়। কলেজের অন্যান্য বিভাগের মতো এই বিভাগের শিক্ষকদেরও একই সঙ্গে দিবা ও নৈশ শাখায় ক্লাস নিতে হতো। ১৯৮২ সাল থেকে কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৯২ সাল থেকে প্রথমে দিবা শাখায় ও নৈশ শাখায় ডিগ্রি কোর্স তুলে দেওয়া হয়। ফলে কলেজের অন্যান্য বিভাগের মতো ইংরেজি বিভাগেও অতঃপর কেবল অনার্স ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান চালু থাকে।

বর্তমানে এই বিভাগ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে ৮টি সেমিস্টারে বিভক্ত, ১২৮ ক্রেডিট সমন্বিত স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করে। ০৪ বৎসর মেয়াদী অনার্স প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্যে একটি শক্ত এবং আধুনিক ভিত্তি প্রদান করা। এই কোর্সগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সংযুক্ত করার জন্য। এ কারণে এ বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ট্রাডিশনাল গ্রামার, এডভান্সড গ্রামার, থিওরি অফ লিটারেচার, রেটোরিক এবং প্রোসোডি, ফনেটিকস্ এবং ফনোলজি, সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ একুইজিশন (এস.এল.এ), ই.এল.টি এবং লিংগুইসটিকস্, লিটারেচার অফ অল এইজেজ, রিচার্স মেথোডোলোজি, টেসটিং এবং ইভালুয়েশন, ক্রিটিক্যাল থিওরি, প্রাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম, কাসিকস্ ইন ট্রান্সলেশন, কমনওয়েলথ লিটারেচার, আমেরিকান লিটারেচার, মর্ডান লিটারেচার ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করে। এখানে আন্ত ঃ অনুষদীয় বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের সুযোগ থাকছে, যাতে করে তারা বিশ্বের বহুমুখী ঘটনা বা বিষয়াবলীকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে পারে। ২০০১, ২০০২, ২০০৩ পর পর এই তিন বছর এই বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল (প্রতি বৎসর প্রায় ১৭০টি করে ২য় শ্রেণী প্রাপ্ত)। ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক ও বুদ্ধিগত দিগন্ত প্রসারিত করার জন্য এই বিভাগ বিভিন্ন ধরণের শিক্ষকবৃন্দ নিয়ে একটি বিতর্ক এবং ভাষাকাব্য খুলেছে। বর্তমানে চার বছর মেয়াদী অনার্স ও মার্স্টার্স (শেষ পর্ব) কোর্স চালু আছে এবং ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে অন্যসব বিভাগের মতো ইংরেজি বিভাগেও সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান শুরু হয়েছে।

শোক প্রকাশ/শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র আরিফ হোসেন-এর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ১৫ নভেম্বর, ২০০৯ রবিবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স ৪র্থ বর্ষের ছাত্র আরিফ হোসেন (২০০৭ সনের পরীর্থী, কাস রোল # ৭২৫৭) ঢাকার রামপুরা বাসস্ট্যান্ডের নিকট এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় সকাল ১১টায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ...... রাজিউন)। তার এই অকাল মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ট্রেজারার, ডীনগণ, পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ), রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রক্টর, চেয়ারম্যানগণসহ সকল ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী গভীরভাবে শোকাহত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে তার বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করছি।

সম্পাদকীয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তার চতুর্থ সংখ্যায় অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা, গবেষণা, প্রকাশনা, সেমিনার, ওয়ার্কসপ, শিল্প-সংস্কৃতি ও খেলাধূলা সংক্রান্ত প্রতিবেদনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক দেশে-বিদেশে গবেষণা কর্মকান্ডের সংবাদ ও ছবি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বার্তাটি প্রকাশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা দিয়ে কাজটি ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বার্তাটির তৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর, যিনি এটির সার্বিক তত্ত্বাবধানের নিয়োজিত, তাঁকেও সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অনুষদ ও অফিসে কর্মরত সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

এই 'বার্তা'র ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার জন্য সম্পাদনা পর্ষদ মার্জনা প্রার্থী। "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা" নিয়মিত প্রকাশের জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা কামনা করছি।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ — উপাচার্য

পৃষ্ঠপোষক
অধ্যাপক ড. মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর — ট্রেজারার

সম্পাদনা পর্ষদ
১। অধ্যাপক ড. সরকার আলী আক্কাস, চেয়ারম্যান, আইন বিভাগ — আহ্বায়ক
২। ড. অরুণ কুমার গোস্বামী, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ — সদস্য
৩। জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ — সদস্য
৪। জনাব সৈয়দ ফারুক হোসেন, গণসংযোগ কর্মকর্তা — সদস্য
৫। জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, প্রকাশনা কর্মকর্তা — সদস্য-সচিব

প্রকাশক ঃ রেজিস্ট্রার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ফোন ঃ ৭১১৯৭৩১, ৭১৭৪৯০১, ফ্যাক্স ঃ +৮৮-০২-৭১১৩৭৫২
E-mail : registrar@jnuni.net, Website : www.jnuni.net
মূল্য ঃ ১০ (দশ) টাকা